



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৪০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta

১৭ বৈশাখ ১৪৩৩, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬

‘নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ক্যাম্পাসে ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’



বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ১৪ এপ্রিল ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ বরণ উৎসব উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ‘নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান’ প্রতিপাদ্য নিয়ে সকাল ৯টায় চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’ বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ থানা, টিএসসি মোড়, দোয়েল চত্বর হয়ে বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তা দিয়ে পুনরায় চারুকলা অনুষদে গিয়ে শেষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন।

বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ এই শোভাযাত্রায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) ও বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ উদযাপনের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, বাংলা

নববর্ষ-১৪৩৩ উদযাপনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব ও চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমানসহ প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকবৃন্দ, তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ দেশ-বিদেশের অতিথিবৃন্দ অংশ নেন।

এবারের বৈশাখী শোভাযাত্রায় ৫টি বড় মোটিফ প্রদর্শন করা হয়েছে। সেগুলো হলো- মোরগ, বেহালা, পায়রা, হাতি ও ঘোড়া। লোকজ প্রতীকের ধারায় এগুলো শক্তি, সৃজন, শান্তি, গৌরব ও গতিময়তার বহুমাত্রিক তাৎপর্য বহন করে। প্রতিটি মোটিফেই প্রতিফলিত

হয় বাংলার লোক-ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার গভীর অনুভূতি। পাশাপাশি ৩৫ জন বাদ্যযন্ত্রশিল্পীর পরিবেশনায় জাতীয় সংগীত, এসো হে বৈশাখ এবং দেশাত্মবোধক সংগীত শোভাযাত্রার আবহকে আরও উদ্দীপনাময়, প্রাণবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলে। শোভাযাত্রায় ২শ’ জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশের পতাকা বহন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বৈশাখী শোভাযাত্রা সফলভাবে আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যমকর্মী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সর্বদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে থাকার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

টাইমস হায়ার এডুকেশনের এশিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ ধাপ এগিয়েছে ঢাবি, যৌথভাবে দেশসেরা

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী Times Higher Education (THE) কর্তৃক প্রকাশিত এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সর্বশেষ প্রকাশিত এ র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০০ ধাপ এগিয়ে ৩০১-৩৫০ অবস্থানে উন্নীত হয়েছে, যেখানে ২০২৫ সালে এর অবস্থান ছিল ৪০১-৫০০-এর মধ্যে।

গত ২৩ এপ্রিল ২০২৬ প্রকাশিত এ র‍্যাঙ্কিংয়ে এশিয়ার ৩৬টি দেশের মোট ৯২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে শীর্ষ অবস্থান অর্জন করেছে, যা জাতীয় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

র‍্যাঙ্কিংয়ের বিভিন্ন সূচকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির সার্বিক স্কোর গত বছর ছিলো ৩১.৫-৩৪.৩। এবছর তা বেড়ে ৩৮.৩-৪০.১-এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, গবেষণার পরিবেশ সূচকে ১২.০ থেকে বেড়ে ১৫.৭, গবেষণার মান সূচকে ৫৮.৮ থেকে বেড়ে ৭৪.৩ এবং ইন্ডাক্সি-একাডেমিয়া সংযোগ সূচকে ২১.৪ থেকে বেড়ে ৩৩.২ হয়েছে।

এই অগ্রগতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ইন্ডাক্সি-একাডেমিয়া সংযোগ জোরদারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

র‍্যাঙ্কিংয়ে সাফল্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, টাইমস হায়ার এডুকেশন

এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। র‍্যাঙ্কিংয়ে গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০০ ধাপ অগ্রগতি আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, গবেষণা-নির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক মান অর্জনের নিরলস কাজের স্বীকৃতি বহন করে।

উপাচার্য বলেন, গবেষণার মান, গবেষণা পরিবেশ এবং ইন্ডাক্সি-একাডেমিয়া সংযোগ সূচকে বিশেষ যে উন্নতি হয়েছে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়। আমরা বিশ্বাস করি, এই ধারা অব্যাহত থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিগগিরই বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আরও সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে আমাদের অঙ্গীকার আমরা পূর্ণবৃত্ত করছি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাবো।

কৌশলগত সামুদ্রিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাবি ও এসসিএসআইও-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত



বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে কৌশলগত সামুদ্রিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চায়নিজ একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর সাউথ চায়না সি ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোলজির (এসসিএসআইও) মধ্যে গত ১২ এপ্রিল ২০২৬ চীনের এসসিএসআইও-এর নানশা ক্যাম্পাসে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এবং সাউথ চায়না সি ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোলজির মহাপরিচালক অধ্যাপক চাওলুন লি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভর্নেন্স (আইসিওজি) এবং সাউথ চায়না

সি ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোলজির স্টেট কী ল্যাবরেটরি অফ ওশেনোগ্রাফি (এসকেএলটিও)-এর যৌথ উদ্যোগে এই ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। এই চুক্তি দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা সহযোগিতা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় এবং যৌথ বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানটি সম্বলন করেন সাউথ চায়না সি ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোলজির অধীনস্থ স্টেট কী ল্যাবরেটরি অফ ওশেনোগ্রাফি-এর পরিচালক অধ্যাপক ইয়ান ডু।

এই সহযোগিতার লক্ষ্য হলো- সমুদ্র সম্বলন, জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, উপকূলীয় স্থিতিস্থাপকতা এবং ব্লু ইকোনমি

গভর্নেন্সের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম চালু করা। এই সহযোগিতা দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টেকসই ও পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্কের সূচনা করবে, যা ক্রান্তীয় সামুদ্রিক ব্যবস্থা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে বৈশ্বিক বোঝাপড়ায় প্রভাবশালী গবেষণা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থবহ অবদানের পথ প্রশস্ত করবে।

উল্লেখ্য, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে ৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল চীন সফরে যান। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

নতুন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের যোগদান



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১৩ (১) অনুযায়ী গত ১৩ এপ্রিল ২০২৬ অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগ লাভের পর গত ১৫ এপ্রিল ২০২৬ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভারুয়ায় ক্লাসরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে যোগদান করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কলা

অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবুল কালাম সরকার-সহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম নব-নিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে স্বাগত জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎকর্ষ সাধন, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

তরুণ শিক্ষকদের ১৫-দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মশালা



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এন্সুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে ‘Foundation Certificate in University Teaching and Learning’ শীর্ষক ১৫-দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ৪ এপ্রিল ২০২৬ বুন্ট্রার বার্ড (BARD)-এ উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালা উদ্বোধন করেন।

আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আ ফ ম

ইউসুফ হায়দার সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলী, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের কমান্ডার বিপ্লোয়ার জেনারেল মো. নাজিম উদ্দিন এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD)-এর মহাপরিচালক সাইফ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন। অতিরিক্ত পরিচালক ড. মুস্তাক ইবনে আয়ুব প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। এসময় অতিরিক্ত পরিচালক

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ক্যাম্পাস গড়ার আহ্বান উপাচার্যের



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘ক্লিন ক্যাম্পাস, গ্রীন ক্যাম্পাস-২০২৬’ শীর্ষক এক কর্মসূচি গত ১০ এপ্রিল ২০২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে পালিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড.

মো. আবুল কালাম সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচিটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবরি কালচার সেন্টার। আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ,

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

ক্যাম্পাসে ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ বাংলা নববর্ষ, যা আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসব কেবল বাঙালির নয়, বরং বাংলাদেশের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের সম্মিলিত উৎসব।

উপাচার্য আরও বলেন, বর্তমান সময়ে আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য সংস্কৃতির অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। এই সংস্কৃতিকে ধারণ, লালন ও চর্চার মাধ্যমে আমরা নিজেদের পরিচয় বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পারি।

উপাচার্য বলেন, বিভিন্ন দেশের মানুষ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি

সফলভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলেও আমরা অনেক সময় সে ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকি। এর প্রধান কারণ নিজেদের সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাই আমাদের উচিত নিজেদের সংস্কৃতিকে আরও দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দেওয়া।

বর্ষবরণ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুযদ, সংগীত বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব পৃথকভাবে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। এছাড়া নববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৫ ও ১৬ এপ্রিল চারুকলার বকুলতলায় বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং ‘প্রত্যয় বাংলাদেশ’-এর পরিবেশনায় ‘বাগদত্তা’ ও ‘দেবী সুলতানা’ শীর্ষক যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়।

কেমিস্ট্রি অ্যалаমনাই অ্যাসোসিয়েশন



(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

(বিসিএসআইআর)-এর চেয়ারম্যান ড. সামিনা আহমেদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অ্যалаমনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিভাগের অধ্যাপক ড. ফারহানা খানম ফেরদৌসী ও সহযোগী অধ্যাপক মো. কামরুল হাসান অনুষ্ঠান সম্বলন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম রসায়ন বিভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্বনামধন্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এই বিভাগের উল্লেখন ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে অ্যалаমনাইদের এগিয়ে আসতে হবে। অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য তিনি অ্যалаমনাইদের প্রতি অনুরোধ জানান। প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা কমিয়ে একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সম্পর্ক জোরদার এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপের সুযোগ বৃদ্ধির উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। গবেষণার উন্নয়নে সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি তিনি অ্যалаমনাইদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে রসায়ন শিক্ষা ও গবেষণাকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক

নতুন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের যোগদান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দল-মতের উর্ধ্বে উঠে একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নবনিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-এর একাডেমিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করে বলেন, তাঁর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা আরও এগিয়ে যাবে। বক্তব্যের শুরুতে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পরিবহনকারী একটি বিআরটিসি বাসে দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

উপাচার্য আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে নিয়োগ প্রদানই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ‘রাইট পারসনকে রাইট পজিশনে’ নিয়োগ করতে না পারলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিগত বছরগুলোতে ভুল সিদ্ধান্তের কারণে অনেক ক্ষেত্রে কাক্ষিকত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম আরও বলেন, দায়িত্ব পাওয়া যেমন আল্লাহর রহমত, তেমনি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য আল্লাহ’র দয়া ও রহমত প্রয়োজন। সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তিনি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গঠনমূলক সমালোচনার আহ্বান জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড.

সায়মা হক বিদিশা বলেন, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ পদে একজন দক্ষ ও যোগ্য একাডেমিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে নিয়োগের মাধ্যমে একজন খ্যাতিমান শিক্ষক, গবেষক ও যোগ্য ব্যক্তিই এই পদে আসীন হলেন। বর্তমান উপাচার্য ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় নতুন গতি সঞ্চার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নব-নিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম দায়িত্ব গ্রহণ করে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে যাত্রা শুরু করে শিক্ষকতা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থানে আসতে পেরে আমি গর্বিত। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য আমি সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করি। আমি আপনাদেরই একজন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।’ উপাচার্যের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণায় আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মশালা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক ড. মো. ওয়াহেদুজ্জামান-সহ আইকিউএস’র অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এধরনের কর্মশালা আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এর মাধ্যমে শিষ্টাচার, আচরণ, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। তিনি বলেন, বর্তমান পৃথিবী দক্ষতার (Skill) পেছনে ছুটছে। দক্ষতা মানে শুধু জিপিএ-৫ বা সার্টিফিকেট নয়, বরং নিজেকে পরিপূর্ণ ও দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। সারা বিশ্বে এখন আউটকাম বেসড এডুকেশন-এর জয়জয়কার। তিনি বলেন, ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী আমাদের মডিউলগুলোকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে এবং কারিকুলামের আধুনিকায়ন করতে হবে। প্রতি চার বছর পর পর আমাদের কারিকুলাম পরিবর্তন ও আপডেট করা দরকার। শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও ইতিবাচকভাবে নিজেদের উপস্থাপনের জন্য তিনি তরুণ শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীরাই আমাদের মূল সম্পদ। তাই আমাদের শিক্ষার্থীবান্ধব হতে হবে।

ক্লিন এবং গ্রীন ক্যাম্পাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ (BSERI) এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ-এই চেতনা থেকেই আমাদের ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে পরিচ্ছন্নতার চর্চা করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা নিজের শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখতে যতটা সচেতন, তেমনি আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, উন্নত দেশগুলোতে মানুষের আচরণগত সচেতনতা এবং নিয়ম মেনে চলার সংস্কৃতি আমাদের জন্য অনুকরণীয়। সেখানে মানুষ যত্রতত্র ময়লা ফেলে না; বরং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য অপেক্ষা করে। এই মানসিকতা আমাদের মধ্যেও গড়ে তুলতে হবে।

উপাচার্য বলেন, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ কেবল দৃষ্টিকটু নয়, এটি বিভিন্ন রোগব্যধিরও কারণ। ধূলাবালি ও দূষণের কারণে শারীরিক নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অপরিহার্য।

তিনি আরও বলেন, গাছপালা পরিবেশকে শীতল ও বিতৃদ্ব রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তুলনামূলকভাবে বেশি গাছপালা থাকায় এখানে একটি স্বস্তিদায়ক পরিবেশ বিরাজ করে। এই পরিবেশ রক্ষা ও আরও উন্নয়নে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন, এ কর্মসূচি কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা বছরব্যাপী চলমান থাকবে। তিনি ক্যাম্পাসে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য নিক্ষেপ এবং অস্বাস্থ্যকর আচরণ পরিহারের আহ্বান জানান।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীর এবং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভর্নেন্স (আইসিওজি)-এর পরিচালক ড. কে এম আজম চৌধুরী।

চীন সফরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ‘আকস্মিক পরিবর্তন ও সন্ধিক্ষণ’ শীর্ষক ১৩তম আন্তর্জাতিক ক্রান্তীয় সামুদ্রিক পরিবেশগত পরিবর্তন সম্মেলন (এমইসি) এবং ৬ষ্ঠ ক্লাইভার ক্লাইমেট ডাইনামিক্স প্যানেল (সিডিপি) বার্ষিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম টেকসই অগ্রগতি অর্জনে সুপরিকল্পিত সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বাংলাদেশের মতো একটি ব-দ্বীপীয় দেশের জন্য সমুদ্র-সম্পর্কিত গবেষণা অত্যন্ত জরুরি এবং এটি জাতীয় অগ্রাধিকার। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাখার মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভূ-ব্যবস্থা সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কোনো কৃত্রিম সীমানা মানে না। বৈজ্ঞানিক সহযোগিতাকে অব্যাহত আরও একীভূত ও আন্তঃগোষ্ঠীয় পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাউথ চায়না সি ইনস্টিটিউট অফ ওশানোলজির সঙ্গে জ্ঞান বিনিময়, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ এবং দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা প্রত্যাশা করে, যা বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করবে।

কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের ১০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন



কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের ১০ বছর পূর্তি উৎসব গত ৫ এপ্রিল ২০২৬ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল-নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন শারমীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সহযোগী অধ্যাপক ড. তাওহিদা জাহান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)-এর প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি অ্যান টেইলর সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ বিভাগীয় কার্যক্রম তুলে ধরেন। নবীনদের পক্ষে

শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শেফালী বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ড. মো. নিয়ামুল নাসের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। ছাত্র উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক ড. নৌশিন পারভীন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নবীনদের পক্ষে মাহিন আশ্রাবি এবং বিদায়ীদের পক্ষে নুরজাহান শোভা অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বিভাগের প্রভাষক জন্মাতুল নাহার বিনু অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। অনুষ্ঠানে প্রথম বর্ষ আভারছ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের মেধাক্রমে প্রথম দিকের ১১জন শিক্ষার্থীকে ফ্রেস্ট দেওয়া হয়। এছাড়া, মাস্টার্সের ৫টি শাখায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী প্রথম ৩জন করে মোট ১৭জনকে ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়।

আইন বিভাগ

আইন বিভাগের নবীন বরণ গত ১২ এপ্রিল ২০২৬ বিভাগীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মিজ ফারজানা শারমীন এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের ৩০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।

আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মিজ ফারজানা শারমীন এমপি ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাহলেই সমাজকে আলোকিত করা সম্ভব হবে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে সুপ্রিমকোর্ট হয়ে সচিবালয়ে পৌঁছানোর নিজের জীবনের গল্প তুলে ধরেন এবং নবাগতদের স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করেন। নবীনদের পক্ষে দু’জন শিক্ষার্থী অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে নবাগত শিক্ষার্থীদের হাতে সংবিধানের একটি কপি তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, তাদের ফুটল গুডেঞ্চা ও বই উপহার দেওয়া হয়।

ক্রিমিনোলজি বিভাগ

ক্রিমিনোলজি বিভাগের নবীন বরণ গত ২০ এপ্রিল ২০২৬ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস

ইয়ামিন হালিম ও আফরিন সারোয়া এবং বিদায়ীদের পক্ষে ফাহিমদা মতিন মীম অনুভূতি ব্যক্ত করেন। মাস্টার্সের শিক্ষার্থী লামিয়া নাহার ইতু অনুষ্ঠান সম্বলন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, গত এক দশক ধরে এই বিভাগ অটিজমসহ বিভিন্ন দ্রা়য়বিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দেশ-বিদেশের শ্রমবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য তিনি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শ্রমবাজারে দক্ষ জনবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ভবিষ্যতে এই বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশেষায়িত এই শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের জনশক্তিকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সম্মানজনক স্থানে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সালাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম সোহাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের তৎকালীন ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সহযোগী অধ্যাপক শাহারিয়া আফরিন স্বাগত বক্তব্য দেন। ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদ খালিদ ও মাস্টার্সের শিক্ষার্থী সাইয়িদা রেজা সুজানা অনুষ্ঠান সম্বলন করেন।

গণিত বিভাগ

গণিত বিভাগের নবীনবরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ২০ এপ্রিল ২০২৬ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক শাপলা শিরিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম সম্মানিত অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। নবীনবরণ উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. কুতুব ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন। নবীনদের পক্ষে ১০৪তম ব্যাচের নাবিলা বিনতে জামান ও ১০৫তম ব্যাচের শাইখ খান অনুভূতি ব্যক্ত করেন। ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আবির হাসান, ঋতি রাহা, মো. রাতুল হাসান ও রাইসা নার্ফিসা তাবাসসুম যৌথভাবে অনুষ্ঠান সম্বলন করেন।

দর্শন বিভাগ

দর্শন বিভাগের ১০৫তম ব্যাচের নবীন বরণ গত ২১ এপ্রিল ২০২৬ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগের প্রভাষক তাপসী রাবোয়া স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে ‘শোভা-রাসেল শিক্ষাবৃত্তি’র জন্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তাহমিনা ইয়াসমিন শোভা ১২ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।



প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে খেলাটি ০-০ গোলে অমীমাংসিত ছিলো। গত ২৫ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষ্যে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করা হয়।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

চীনের রাষ্ট্রদূত



উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম-এর সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। গত ২ এপ্রিল ২০২৬ উপাচার্যের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, ইক্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ, সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কে এম আজম চৌধুরী-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভাষা শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা খাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়, যৌথ গবেষণা কার্যক্রম, আধুনিক গবেষণাগার

স্থাপন এবং গবেষণায় অর্থায়নের বিষয়গুলো আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

আলোচনায় চীনা ভাষা শিক্ষার প্রসার, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য চীনে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং চীনা শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে অধ্যয়নে উৎসাহিত করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়।

উভয় পক্ষই মনে করেন, এ ধরনের উদ্যোগ দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে।

এছাড়া, পরিবেশ সুরক্ষা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সেমিকন্ডাক্টর ও উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ে যৌথ গবেষণার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চীনের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অপরদিকে রপ্তানী আইন ও ওয়েন বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে শিক্ষা ও গবেষণায় পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট



ঢালের ইউনান ইউনিভার্সিটি'র প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মা ওয়েলহুই গত ২২ এপ্রিল ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ইন্টারন্যাশনাল ফর-অপারেশন এন্ড এক্সচেঞ্জ অফিসের পরিচালক ড. উ ইউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমি অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ছাওয়ানফেং, সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ডিভিশনের উপ-পরিচালক অধ্যাপক বাং শিলাই, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ইনস্টিটিউটের ভাইস-ডিন ড. লুও ওয়েইওয়েই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা পরিচালক ড. ইয়াং হুই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবহার কামাল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্সেসার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ এবং চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান মি. এম এম আফিকুর রহমান নাহিদ উপস্থিত ছিলেন। পরে, ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মা ওয়েলহুই-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের

বার্ষিক বোর্ড সভায় যোগদান করে। সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম একাডেমিক ও গবেষণা সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং তরুণদের জন্য আরও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট এখন শুধু একটি ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র নয়, বরং এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে ভাষা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে একটি অর্থাৎ সেতু হিসেবে কাজ করে আসছে। বৈঠকে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে দ্বৈত ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করেন। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি এবং আরও সহযোগিতামূলক উদ্যোগ জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর তাঁরা জোর দেন। বোর্ড সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়।

ভারতীয় হাই কমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। যাতে তারা ধাপে ধাপে শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে পারে। একইসঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের সফট স্কিল উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে উভয়পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করে। বিশেষ করে যৌথ গবেষণা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিনিময় কর্মসূচি এবং সমবোতা স্মারক বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দলকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান। যাতে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে কার্যকর সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যায়। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব প্রণয়ন করা হলে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ এবং থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের যৌথ আয়োজনে ‘শিল্প ও সংগীতের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক’ শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম, চৌধুরী ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবুল কালাম সরকার-সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারপার্সনবৃন্দ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে তিন বিভাগের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেন, যা অতিথিরা উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান শেষে হাই কমিশনার সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে অতিথিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ‘হিন্দি বই হস্তান্তর অনুষ্ঠান’-এ অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট

প্রোগ্রামের ক্লাস শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬
সেশনের প্রথম বর্ষ আভ্যারথ্র্যাজুয়েট
প্রোগ্রামের ক্লাস গত ১২ এপ্রিল ২০২৬ শুরু
হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)
অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা বিজ্ঞান
অনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিভাগের পরিচিতি
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন
এবং শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন।
এছাড়া, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড.
মো. আবুল কালাম সরকার, বিজ্ঞেস
স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড.
মাহমুদ ওসমান ইমাম, জীববিজ্ঞান
অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল
হক, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড.
মো. সেলিম রেজা-সহ বিভিন্ন অনুষদের
ডিন নিজ নিজ অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের
শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এসময় সংশ্লিষ্ট
বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত
ছিলেন।
শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনকালে তাঁরা শিক্ষক ও
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং
কুশলাদি বিনিময় করেন। নবাগত
শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁরা
বলেন, কঠোর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার
মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে
ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও
মেধার বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু
থেকেই তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে
যেতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি
ক্রীড়া ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
এবং বিভিন্ন ভাষাগত ও সাংগঠনিক দক্ষতা
অর্জন করতে হবে। সাংগঠনিকসহ বিভিন্ন
ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সামাজিক,
সাংস্কৃতিক ও স্বচ্ছাসেবী ক্লাবসমূহের সঙ্গে
সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তাঁরা শিক্ষার্থীদের
প্রতি আহ্বান জানান। দক্ষ তরুণ প্রজন্মের
হাত ধরেই নতুন বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে
বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

জাইকা প্রতিনিধিদল

ঢাকাস্থ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি'র (জাইকা) কারিগরি শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা মিস সায়েরি মুটো-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২১ এপ্রিল ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিন্দিশ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহদুদ ওসমান ইমাম, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সেলিম রেজা, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোয়ানা রশীদ, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাইকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযোগ্য শক্তি, ফিনটেক, পরিবেশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও গবেষণাই আগামী দিনের উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। তাই সময়ে সময়ে চাহিদা বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও গবেষণাকেন্দ্রিক কার্যক্রমে আরও সক্রিয় হতে হবে।

উপাচার্য আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ গবেষণা কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা ও একাডেমিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে ইতোমধ্যে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব গুণু পাঠদান নয়, গবেষণার মাধ্যমে দেশ, সমাজ ও শিল্পখাতের উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখা।

উপাচার্য আরও প্রকাশ করে বলেন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, উদ্ভাবন ও মানসম্মত গবেষণার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী দিনে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাপানের অধ্যাপক



উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম-এর সঙ্গে গত ৫ এপ্রিল ২০২৬ তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাপানের ইয়োকোহামা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হিরোআকি শিগা।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ও জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন ও জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক বার্ষিকসম্মেলন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ

করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিনিময়, গবেষণার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা জোরদারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অপরদিকে অধ্যাপক হিরোআকি শিগা দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা ও একাডেমিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জার্মান অধ্যাপক



উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জার্মানির হাইনরিখ হাইনে ইউনিভার্সিটি ডুসেলডর্ফ-এর ইনঅর্গানিক অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল কেমিস্ট্রি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. ক্রিস্টফ অয়েনক।

সাক্ষাৎকালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. এনামউল্লাহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

গত ২ এপ্রিল ২০২৬ উপাচার্যের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ে আলোচনা করেন।

এসময় গবেষণা ও ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স বিষয়ে যৌথ কর্মশালা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিনিময়, গবেষণার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক

সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনায় উভয় পক্ষই পরিবেশবান্ধব নতুন উপকরণ উদ্ভাবন, দূষণ নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উদীয়মান বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যৌথ গবেষণার সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন। তারা উল্লেখ্য করেন, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষমতা অর্জন সম্ভব।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা জোরদারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অপরদিকে অধ্যাপক ড. ক্রিস্টফ অয়লেনে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা ও একাডেমিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজের প্রতিনিধিদল



উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. ওয়ায়দুল ইসলাম-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ-এর এক্সিকিউটিভ ডেপুটি ডিরেক্টর ড. লি হোমে। গত ২ এপ্রিল ২০২৬ উপাচার্যের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাৎকালে প্রতিষ্ঠানের আরেক এক্সিকিউটিভ ডেপুটি ডিরেক্টর জু শি চেং উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পর্কেও কথা হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ ও চীন থেকে বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ, বিভিন্ন একাডেমিক সেশন আয়োজন এবং গবেষণা সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

এ উপলক্ষে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ মনোনয়নের বিষয়েও আলোচনা হয়। উভয় পক্ষ শিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক

সহযোগিতা সম্প্রসারণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় এবং যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন, এ ধরনের উদ্যোগ দুই দেশের মধ্যে একাডেমিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া, চীন-বাংলাদেশ একাডেমিক বিনিময় কার্যক্রম, তরণ গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন যৌথ কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্যোগ আরও সম্প্রসারণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অপরদিকে ড. লি হোমে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

৫৫তম আন্তঃহল অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ হল এবং রোকেয়া হল চ্যাম্পিয়ন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫তম আন্তঃহল অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের গ্রুপে জগন্নাথ হল এবং ছাত্রীদের গ্রুপে রোকেয়া হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ছাত্রদের গ্রুপে কবি জসীম উদদীন হল এবং ছাত্রীদের গ্রুপে শামসুন নাহার হল রানার্স-আপ হয়েছে। ছাত্রদের ব্যক্তিগত ইভেন্টে রোকেয়া হলের শিক্ষার্থী জুনান চাকমা চ্যাম্পিয়ন এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থী মো. আসিফ মেহমুদ আবাবিল রানার্স-আপ হয়েছেন। ছাত্রীদের ব্যক্তিগত ইভেন্টে রোকেয়া হলের শিক্ষার্থী হালিমাতুল সাদিয়া চ্যাম্পিয়ন এবং একই হলের শিক্ষার্থী ইফরিত ফাইজা ইমি রানার্স-আপ হয়েছেন।

বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মাসব্যাপী বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সাফিন আল মাহমুদ খান সফাত চ্যাম্পিয়ন এবং গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী মো. তামিম মাহমুদ রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৩ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জগন্নাথ হল
জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জুনান চাকমা চ্যাম্পিয়ন এবং ভাষ্কর্য বিভাগের শিক্ষার্থী সূত্রিয় কুমার ঘোষ রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৪ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল
সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আরিফুল ইসলাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আরাফাত ইসলাম আবীর এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী মো. রিসাদ সরকার যৌথভাবে রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৫ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল
শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী খালিদ মুহিবুল্লাহ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সারজিল হাসান খান জিদান যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. শাহীন আলম রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৬ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

রোকেয়া হল
রোকেয়া হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী হালিমাতুল সাদিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের শিক্ষার্থী ইফরিত ফাইজা ইমি রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৭ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সূর্যসেন হল
সূর্যসেন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সুবহান আলী হুদয় চ্যাম্পিয়ন এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. নাফিজ খান রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৮ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

স্যার এ এফ রহমান হল
স্যার এ এফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী বায়েজিদ বোস্তামী সিজান চ্যাম্পিয়ন এবং দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী মো. তোফায়েল আহম্মেদ রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১২ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ফজলুল হক মুসলিম হল
ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী মাহমুদ হাসান চ্যাম্পিয়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মাহাদী

হাসান রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১১ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কবি জসীম উদ্দীন হল
কবি জসীম উদ্দীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. হাসিবুজ্জামান নাসিম এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. ফাইমুর রহমান যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থী রাকিবুল ইসলাম তুষার রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১১ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল
বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রিমোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী রিনা খাতুন চ্যাম্পিয়ন এবং দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী আশা মনি রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৬ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শামসুন নাহার হল
শামসুন নাহার হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী লামিয়া আক্তার লিমা চ্যাম্পিয়ন এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী সামিয়া ইয়াসমিন অথে রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৬ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অমর একুশে হল
অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী মো. হাসানুর জামান চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী নাসিম এবং গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী মো. তৌহিদুল ইসলাম সৌরভ যৌথভাবে রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৮ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী রেহেনা আক্তার এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ফারজানা সুলতানা ঐশি যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী বাবলী আক্তার মনা রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৭ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান হল
শেখ মুজিবুর রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী আল সাদিম রাফাত চ্যাম্পিয়ন এবং ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের শিক্ষার্থী জোবায়ের মোল্যা রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৮ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কবি সুফিয়া কামাল হল
কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ইতি রাণী রায় চ্যাম্পিয়ন এবং দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী জিকু আক্তার রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৯ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয় একান্তর হল
বিজয় একান্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী মো. ইমতিয়াজ আহমেদ এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আহসান মন্ডল যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আইন বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সোলায়মান হোসেন রবি রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ২০ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল
হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আজিজুল হাকিম আদুল্লাহ চ্যাম্পিয়ন এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী মানিক হাসান মীর রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ২০ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল
মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী মো. আসিফ মেহমুদ আবাবিল চ্যাম্পিয়ন এবং একাউন্টিং বিভাগের শিক্ষার্থী হোসনে ইয়াসিন আরাফাত রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ২১ এপ্রিল ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ৯ এপ্রিল ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি এই সম্মেলন আয়োজন করে।

বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ড. মো. শৌকত আকবরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. এ কে এম আকতার হুসাইন স্বাগত বক্তব্য দেন। সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রতন চন্দ্র ঘোষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নন্দিতা দেব অনুষ্ঠান সম্বলন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় পদার্থবিজ্ঞানীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের গবেষক হিসেবে গড়ে তুলতে আধুনিক ল্যাবরেটরি ও উন্নত গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ইভান্স্টি-একাডেমিয়া সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে। উন্নত গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনে এগিয়ে আসার জন্য তিনি শিক্ষক ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা ও পুনর্মিলনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী গত ১৮ এপ্রিল ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিভুমীর প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

'ছোটদের জন্য দর্শন' শীর্ষক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র ও নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে 'ছোটদের জন্য দর্শন' শীর্ষক দিনব্যাপী সম্মেলন গত ১৮ এপ্রিল ২০২৬ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আ খ ম ইউসুস স্বাগত বক্তব্য দেন। সহযোগী অধ্যাপক আহম্মদ উল্লাহ অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। এসময় বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শিশুদের মাঝে পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাহ্রত করতে দর্শন চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নৈতিকতা ও দর্শন চর্চার মাধ্যমে একটি মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলেই দেশে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে। অতীকে দুর্বলতা ভাবার প্রচলিত সংস্কৃতি পরিবর্তন করে অন্যকে শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব দেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ এবং দর্শনের নৈতিক শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বিশিষ্ট শিক্ষক ও গবেষকগণ সম্মেলনের ৩টি অধিবেশনে শিশুদের দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বনামধন্য দার্শনিক, প্রাবন্ধিক ও মনোবিজ্ঞানীগণ প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন।

উপাচার্যের সঙ্গে ভারতীয় হাই কমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ



বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা গত ৬ এপ্রিল ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম-এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা শিক্ষা, গবেষণা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে

অনেক মিল রয়েছে। যা ভবিষ্যৎ সহযোগিতার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রশাসনিক কাঠামো, পাঠ্যক্রম এবং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান এই সাদৃশ্যকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে শিক্ষাকে শিল্পখাতের চাহিদার সঙ্গে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা অত্যন্ত জরুরি। কর্মবাজারের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী ও আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

উপাচার্য বহুমুখী শিক্ষা, ডিপ্লোমা ও স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য নমনীয় শিক্ষা

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১)

জাপানের রাষ্ট্রদূতের নৈশভোজে ঢাবি উপাচার্য



ঢাকাস্থ জাপানের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে গত ২৬ এপ্রিল ২০২৬ এক আলোচনা সভা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. সাইদা শিনইচি-এর আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন এবং ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের জনসংযোগ ও সংস্কৃতি শাখার প্রধান মি. আওয়াগি ইউ উপস্থিত ছিলেন।

১ম বর্ষ আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১ম বর্ষ আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অর্থনীতি বিভাগ
অর্থনীতি বিভাগের নবীন বরণ গত ১৬ এপ্রিল ২০২৬ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফিরদৌসি নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের তৎকালীন ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়্যেবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। নবীনদের পক্ষে খন্দকার তাহসিন উর রহমান ও লুবাইনা আনজুম অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সহকারী অধ্যাপক ড. রুবাইয়া মোরশেদ অনুষ্ঠান সম্বালন করেন। এসময় বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভূতত্ত্ব বিভাগ
ভূতত্ত্ব বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা গত ১৬ এপ্রিল ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. বদরুদ্দোজা মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল

সায়েন্সেস অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক মহাম্মদ সফি উল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। নবীন বরণ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এস এম মাস্টুলুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ৫৪ তম ব্যাচের শিক্ষার্থী তাহসিনাহ রহমান নুশফা ও মো. অভিক রহমান ইখতিয়ার অনুষ্ঠান সম্বালন করেন। ভূতত্ত্ব বিভাগের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বর্ষে সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ৬জন শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. এনায়েতুর রহিম, শামস মাহাদী আহমেদ জিসান, আল সামিয়া রহমান ইমা, কুন্সল সাহা, তাহসিনাহ রহমান নুশফা ও জি. এম. মহিউদ্দিন জোবায়ের। এছাড়া বিএস সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ৪ জন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা হলেন- জহুর আহমেদ, উম্মে হাবিবা মারজান, উৎসব বসাক ও জি. এম. মহিউদ্দিন জোবায়ের। প্রথম বর্ষে সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শামস মাহাদী আহমেদ জিসানকে 'সাবরিদা শরমিন অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা গত ২ এপ্রিল ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক

ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮